গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
৩৭/৩, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা।
e-mail: dwadhaka @ gmail.com

স্মারক নং ঃ ৩২.০১.০০০০.০০৯.১০.০২২.১৫-১৫৮ তারিখ ঃ ২৫/১২/২০১৫ খ্রিঃ

বিষয় ঃ Governance Innovation Unit কর্তৃক আয়োজিত বাল্যবিবাহ নিরোধ সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসংগে।

সূত্র ঃ নং-৩২.০১.০০০০.০৫৬. ১৬. ০০১. ০৯. ৩২২ তারিখ ঃ ৩০/০৯/২০১৪ খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, Governance Innovation Unit কর্তৃক আয়োজিত ১৮/০৩/২০১৪ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত বাল্যবিবাহ নিরোধ সংক্রান্ত পরামর্শক সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সকল জেলা-উপজেলা কার্যালয়সমূহে নভেম্বর'২০১৫ মাসে বহুমুখী কার্যক্রম গ্রহন করা হয়েছে। নিম্নে কয়েকটি জেলার কার্যক্রম তুলে ধরা হলো ঃ-

- নভেম্বর'২০১৫ মাসে ঢাকা জেলায় মোট ৮৮৩টি বিবাহ রেজিষ্ট্রেশন করা হয়েছে। ০৬টি বাল্যবিবাহ নিরোধ করা হয়েছে। তেজগাঁও উন্নয়ন সার্কেলের যাত্রাবাড়ী ও বাসাবোতে ২টি উঠান বৈঠক, সাভার উপজেলায় সাভার ইউনিয়ন পরিষদের ৩০জন উপকারভোগীকে নিয়ে উঠান বৈঠক, ধামরাই উপজেলায় ১৮০জন নারী-পুরুষের সমন্বয়ে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ সংক্রান্ত উঠান বৈঠক, কেরানীগঞ্জ উপজেলায় ২টি উঠান বৈঠক, দোহার উপজেলায় কাজী ও ইউপি চেয়ারম্যানদের নিয়ে তিনবার সভা ও উঠান বৈঠক, নবাবগঞ্জ উপজেলায় ২টি উঠান বৈঠক করা হয়েছে। এ সকল বৈঠকে বাল্যবিবাহ এর কুফল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

- নারায়নগঞ্জ জেলায় উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাগন স্ব স্ব উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নিকট হতে বাল্যবিবাহ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করে জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার নিকট প্রতি মাসের তথ্য প্রেরণের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। বাল্যবিবাহ রোধ বিষয়ে প্রতিমাসে জেলা, উপজেলার উচ্চবিদ্যালয়/ কলেজের ছাত্র/ছাত্রী ও শিক্ষকমন্ডলিকে নিয়ে ইউনিয়ন পর্যায়ে সমাবেশ অব্যাহত আছে। সমাবেশে কাজীদের উপস্থিত রেখে বলা হয় ১৮ বছরের কম বয়সের কন্যার ও ২২ বছরের কম বয়সের ছেলের বিবাহ না পড়ানোর জন্য তাদের বয়স নিশ্চিত হওয়ার জন্য ভোটার আইডি /জেএসসি/ পিএসসি/ এস,এস,সি/ এইচ, এস, সি অথবা জন্মনিবন্ধন সনদ দেখার বিষয়ে সতর্ক করা হয় । এছাড়া উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাগন স্ব স্ব উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সাথে সমন্বয় করে নিয়মিত উঠান বৈঠক করছেন ।

- টাঙ্গাইল জেলার উপজেলা/ইউনিয়ন পর্যায়ে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির সভা প্রতিমাসে নিয়মিত অনুষ্ঠিত হচ্ছে। জনগণের মাঝে ব্যাপক প্রচার ও গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ এবং মসজিদ ভিত্তিক গণসচেতনতার জন্য মসজিদের ইমাম সাহেব কর্তৃক মুসুল্লিদের উদ্দেশ্যে বাল্য বিবাহ নিরোধের বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম চলছে। উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের স্থানীয় প্রতিনিধি,এনজিও প্রতিষ্ঠানের পরিচালক এবং সংশ্লিষ্ট অফিসারগনের সমন্বয়ে মসজিদ ভিত্তিক/মন্দির ভিত্তিক বর্নিত বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠান করা হয়েছে। মসজিদের ইমাম সহেবদেরকে জুম্মার নামাজের খুৎবার পূর্বে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ বিষয়ে ৪-৫ মিনিট আলোচনা করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। জেলা/উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাগণ বাল্যবিবাহ বিষয় সমূহে ব্যাপক গনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে নিয়মিত উঠান বৈঠক আলোচনা সভা/মা সমাবেশ ইত্যাদি কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছেন। জেলা শিক্ষা অফিসার ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এবং অভিভাবক পর্যায়ে বাল্য বিবাহের কুফল তুলে ধরতে কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন ।

- ঝালকাঠি জেলার বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য মাঠ পর্যায়ে উঠান বৈঠক কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং এ সকল উঠান বৈঠকে, স্থানীয় জন প্রতিনিধি এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উপস্থিতি নিশ্চিত করে উঠান বৈঠককে ফলপ্রসূ করার বিষয়ে আলোচনা হয়। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে গঠিত কমিটিগুলোর নিয়মিত সভা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং সভার কার্যবিবরনী জেলা প্রশাসক বরাবর প্রেরণ করা হচ্ছে। প্রতি শুক্রবার জুমার নামাজের খুতবার সময় উপস্থিত মুসল্লিদের উদ্দেশ্যে বাল্যবিবাহের কুফল তুলে ধরে বক্তব্য রাখার ব্যবস্থা গ্রহন অব্যাহত রয়েছে। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ সম্পর্কিত প্রামাণ্য চিত্র বিভিন্ন জনবহুল এলাকায় নিয়মিত প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহন করা হচ্ছে। বিবাহ রেজিষ্ট্রেশনের সময় বয়স নির্ধারনকল্পে সঠিক জন্মনিবন্ধন সার্টিফিকেট অনুসরণ পূর্বক অধিকতর সতর্কতার সাথে বিবাহ রেজিষ্ট্রেশন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। কোথাও কোন বাল্যবিবাহ হতে যাচ্ছে এধরনের সংবাদ পেলে স্থানীয় প্রশাসনকে অবহিত করণ পূর্বক বিবাহ বন্ধ করার তাৎক্ষনিক ব্যবস্থা গ্রহন করা হচ্ছে।

- শেরপুর জেলায় প্রতিমাসে ইউনিয়ন পর্যায়ে অন্তত ১টি করে সচেতনতামূলক উঠান বৈঠকের প্রতিবেদন ছক আকারে প্রদান অব্যাহত থাকবে। বাল্য বিবাহ হচ্ছে এমন কোন সংবাদ পেলে জেলা/উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশের সহায়তায় প্রতিরোধের ব্যবস্থা করবেন।

- ঝিনাইদহ জেলায় ০৬টি বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করা হয়েছে । কাজী/ মৌলভী/ ধর্মীয় শিক্ষকসহ সচরাচর বিয়ে পড়িয়ে থাকেন এরূপ ব্যক্তিবর্গের ৪টি উপজেলায় প্রশিক্ষণ দেয়ার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২৫টি উঠান বৈঠক, আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অংশগ্রহনকারীর সংখ্যা ১৭১০জন। এছাড়াও তথ্য অফিসের মাধ্যমে ১১টি সিনেমার শো প্রদর্শন করা হয়। অংশগ্রহনকারীর সংখ্যা ১২৭০০জন।

- রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলাকে ডিসেম্বর'২০১৫ খ্রিঃ মাসের মধ্যে শিশু বিবাহ মুক্ত ঘোষনার লক্ষ্যে কার্যক্রম চলছে। এছাড়া সমাবেশ, উঠান বৈঠক , মতবিনিময় সভা ,সচেতনতামূলক সভা অব্যাহত আছে।

- মুন্সীগঞ্জ জেলায় উপজেলা পর্যায়ে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ কমিটির সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হচ্ছে । বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সকল মহিলা সমিতির সদস্যদের আরো তৎপর হওয়ার জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। প্রতি উপজেলার ওয়ার্ড এবং গ্রাম পর্যায়ে সচেতনতামূলক সভার কাজ চালু আছে। ইতিমধ্যে শ্রীনগর উপজেলা ও মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলার ইউনিয়নসমুহে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে । মুন্সীগঞ্জ জেলায় বাল্যবিবাহ মুক্ত ইউনিয়ন ঘোষনার জন্য ব্যাপক কার্যক্রম নেওয়া হয়েছে । এছাড়াও উঠান বৈঠক, সচেতনতামূলক আলোচনা সভা, উদ্বুদ্ধকরণ সভা, অব্যাহত আছে।

- নরসিংদী জেলার বাল্যবিবাহ সংক্রান্ত কোন তথ্য পেলে তা তাৎক্ষনিকভাবে জানানোর জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করেন। জেলার প্রত্যেক থানায় স্থাপিত নারী সহায়তা কেন্দ্রে যাতে মহিলারা তাদের অভাব অভিযোগের কথা বলতে পারে, সেজন্য সমাজের অসহায় ও অবহেলিত নারীদের পরামর্শ প্রদানের জন্য UDC এর উদ্যোক্তাদের নির্দেশনা প্রদানের জন্য তিনি উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে অনুরোধ জানান। বাল্যবিবাহ নিরোধে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহবান জানান। তিনি কাজী ও কাজী ছাড়া সচরাচর যারা বিয়ে পড়ান তাদের তালিকা জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার এর নিকট প্রেরণের জন্য জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, নরসিংদকে অনুরোধ জানান ।

- নড়াইল জেলায় ১৭/১০/২০১৫ ইং তারিখ দিপ্ত সমাজ উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত শাহাবাদ ইউনিয়নের ধুন্দাগ্রামে ৩০জন মহিলাদের উপস্থিতিতে, ১৮/১০/২০১৫ ইং তারিখ শিল্পাঞ্জলী মহিলা সমিতি ,কুড়িগ্রাম, রতনগঞ্জ, নড়াইলে ২০জন নারীকে নিয়ে, ১৯/১০/২০১৫ ইং তারিখ শিবশংকর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের "কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল কর্মসুচীর " আওতায় ২১ জন ভাতাভোগীকে তাদের প্রশিক্ষণের পাশাপাশি, ২৭/১০/২০১৫ ইং তারিখ বিজয়পুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের "কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল কর্মসুচীর " আওতায় ৩৪ জন ভাতাভোগীকে তাদের প্রশিক্ষণের পাশাপাশি, ৩১/১০/২০১৫ ইং তারিখ জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়, নড়াইলে জেলা প্রশাসক নড়াইল মহোদয়ের উপস্থিতিতে ৮০ জন"কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল কর্মসুচীর " ভাতাভোগীকে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি, ১/১১/২০১৫ ইং তারিখ নড়াইল অভিবাসী নারী কর্মী নেটওয়ার্ক , দুর্গাপুর , নড়াইল সদর নড়াইল এর ২১ জন নারীকে নিয়ে, ৯/১১/২০১৫ইং তারিখ আউয়িয়া ইউনিয়ন পরিষদে ভিজিডি উপকারভোগী ৮০জন মহিলাকে নিয়ে, ১০/১১/২০১৫ ইং তারিখ কালিয়া উপজেলায় সালামাবাদ ইউনিয়নের ৩০ জন ভিজিডি মহিলাকে নিয়ে বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে সচেতনমূলক সভা করা হয়েছে। বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে জুম্মার নামাজের খুৎবার সময় নড়াইল সদরে ১০৫টি মসজিদে ১২১৩ জন , কালিয়া উপজেলায় ১০৪টি মসজিদে ১৫২০জন ,লোহাগড়া উপজেলায় ১০২টি মসজিদে ১০১২জন মুসল্লিকে সচেতন করা হয়েছে । জেলা শিক্ষা অফিসার নড়াইল এর আওতাধীন সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে Assembly র সময় বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে ছাত্র/ছাত্রীদের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য আলোচনা করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য জেলা শিক্ষা অফিসার তার আওতাধীন সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পত্র প্রদান করেছেন । নিকাহ রেজিষ্টারদের নিয়ে নিয়মিত সভা ৬ মাসের স্থলে ৩ মাস করা ও পরবর্তী সভা জেলা প্রশাসক এর সম্মেলন কক্ষে করার জন্য জেলা রেজিষ্টার নড়াইলকে অনুরোধ করা হয়। সভায় জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা লোহাগড়া উপজেলাধীন ব্রক্ষ্মনডাঙ্গা মাদ্রাসায় অধ্যয়নরত ছাত্রীদের বাল্যবিবাহের প্রবনতা লক্ষ্য করা যাচেছ বলে জানান। ব্রক্ষ্মনডাঙ্গা মাদ্রাসায় অধ্যয়নরত কতজন ছাত্রীর বাল্যবিবাহ হয়েছে তাদের নাম ঠিকানা বিবাহ সম্পাদনের স্থান, তারিখ, বিবাহ রেজিষ্টেশন হয়েছে কি না, কোন নিকাহ রেজিষ্টারের আওতায় বিবাহ সম্পাদিত হয়েছে ইত্যাদি তথ্য সম্বলিত তালিকা আগামী সভায় উপস্থাপনের জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার লোহাগড়াকে অনুরোধ করা হয় । জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা অদ্যকার সভায় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব রেবেকা মমিন মহোদয় কর্তৃক প্রেরিত আধাসরকারী পত্র নং ডি.ও.পত্র নম্বর- বাজাসস/এসপিসিপিডি/সাব-কমিটি/বাল্য/৫১(১)/২০১৪-৪৭৫, তারিখ- ১৭-০৯-২০১৫ পত্রের মর্মানুযায়ী বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে স্ব স্ব অবস্থান থেকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হয় ।

- পিরোজপুর জেলার জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা বাল্য বিবাহ নিরোধে মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য সভা, সমাবেশ, উঠান বৈঠক ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠান ইত্যাদি কার্যক্রম অব্যাহত আছে বলে জানান। জেলা প্রশাসক বলেন, বাল্য বিবাহরোধে মানুষকে বেশি করে সচেতন করার জন্য জেলা ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাগণকে গণসচেতনতা সৃষ্টিমূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। এছাড়া এলাকার বাল্য বিবাহ সংক্রান্ত অভিযোগ সমূহ গ্রহণ ও উহা নিস্পত্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

- **উল্লেখ্য ''বাল্যবিবাহ নিরোধ" বিষয়ে বাস্তবায়িত কার্যক্রম সম্পর্কে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের পরিবীক্ষণ, সমন্বয় ও সচেতনতা সৃষ্টি শাখা থেকে নিয়মিত মনিটর করা হচ্ছে।**

১২/১১/১৫

(এ.বি.এম. জাকির হোসাইন)
মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা।
☎ - ৯৩৩৬০৬৩ ।

সচিব
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(দৃঃ আঃ- অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা)।

E:\Governance Innovation Unit Report 2014.doc

০১/১১